ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার -১১/০৯/২০১৭ ।।

তিনদিন ব্যাপী নীরমহল উৎসব সমাপ্ত

বিশ্রামগঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর ।। মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তিনদিন ব্যাপী ঐতিহ্যবাহী নীরমহল জল উৎসব-২০১৭ গতকাল সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্তি সন্ধ্যায় মেলাঘর রাজঘাট মুক্ত মঞ্চে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে । এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী ভানুলাল সাহা । সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পর্যটন মন্ত্রী রতন ভৌমিক । অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তপন চন্দ্র দাস, মোহনভোগ বি এ সি-র চেয়ারম্যান কুঞ্জলীলা মুড়াসিং, রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সম্পাদক সত্যবান দাস প্রমুখ । সভাপতিত্ব করেন মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সুরেশ দাস ।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা বলেন, আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে । সমাজের পক্ষে সুখকর নয় এমন সংস্কৃতি আমাদের বর্জন করতে হবে। তিনি বলেন, নীরমহলকে কেন্দ্র করে এই পর্যটন কেন্দ্রটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার কাজ চলছে। এখানকার নৌকা বাইচ ইতিমধ্যেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে । তিনি আশা প্রকাশ করেন পর্যটন কেন্দ্রটির উন্নতির পাশাপাশি এই এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিও হবে । অনুষ্ঠানের সম্মানীত অতিথি পর্যটন মন্ত্রী রতন ভৌমিক বলেন, রাজ্যে অনেক উৎসব হয়ে থাকে। কিন্তু এখানকার নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার আকর্ষণ ক্রমশঃ বাড়ছে । একে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য সরকার বিভিন্ন ভাবে পদক্ষেপ নিয়েছে । এর উন্নয়নের জন্য পূর্ত দপ্তরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । রাজ্যে অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে । এজন্য সরকার বিভিন্ন ভাবে পদক্ষেপ নিয়েছে ।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অতিথিগণ নৌকা বাইচ সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ।

মোহরছড়া বিদ্যালয়ে এন এস এস ইউনিটের প্রশিক্ষণ শিবির

খোয়াই, ১১ সেপ্টেম্বর ।। মোহরছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের এন এস এস ইউনিটের সপ্তাহ ব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির গত ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে । বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে আয়োজিত এই শিবিরের উদ্বোধন করেন বিধায়ক গৌরী দাস । উদ্বোধকের ভাষণে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি সমাজ ও দেশের কল্যাণে এগিয়ে আসার পরামর্শ দেন । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সাইনী সরকার ছাত্র-ছাত্রীদের সুস্থ ও সচেতন সমাজ গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান । স্বাগত বক্তব্য রাখেন এন এস এস ইউনিটের প্রকল্প আধিকারিক আশীষ কুমার দাস । সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনিল চন্দ্র মল্লিক । এই অনুষ্ঠানে খোয়াই জিলা পরিষদের সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ, প্রাক্তণ শিক্ষক রতীশ চন্দ্র চৌধুরী ও নিখিল সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । উল্লেখ্য, শিবিরে ৫৭ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ নেয়।

কৈলাসহরে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপিত

কৈলাসহর, ১১ সেপ্টেম্বর ।। এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ৮ সেপ্টেম্বর কৈলাসহরে ঊনকোটি জেলা ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপিত হয়েছে। ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি কল্পনা দেবনাথ। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্ত্তী আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের ইতিহাস এবং তাৎপর্য তুলে ধরে শিক্ষা প্রসারে রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, সারা দেশের মধ্যে সাক্ষরতায় ত্রিপুরার স্থান সবার উপরে রয়েছে। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য ১০০ শতাংশ সাক্ষরতা অর্জন। যারা নবসাক্ষর হয়েছে তারা যাতে ধারাবাহিকভাবে পড়াশোনায় আরও এগিয়ে যেতে পারেন তার জন্য রয়েছে সমতুল্য শিক্ষা কর্মসূচি। এই কর্মসূচি যাতে সঠিকভাবে পরিচালিত হয় তার জন্য গঠন করা হয়েছে রাজ্য সমতুল্য শিক্ষা পর্ষদ । অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন জেলা সাক্ষরতা সমিতির সদস্য-সচিব তথা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক এস মগ। অনুষ্ঠানে সমতুল্য শিক্ষা কর্মসূচিতে জেলার বর্তমান অবস্থান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন জেলা কো-অর্ডিনেটর নারায়ণ দেবনাথ।অনুষ্ঠান শুরুর আগে বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি, নবসাক্ষর, সাক্ষরতা কর্মী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

সিপাহীজলায় ২৭৯ জনকে ক্রীড়া প্রতিভা সম্মান

বিশ্রামগঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর ।। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে সম্প্রতি সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিভা সম্মান দেয়া হয়। সিপাহীজলা জেলায় যারা বিভিন্ন খেলাধূলায় সাফল্য দেখিয়েছে তাদের ক্রীড়া প্রতিভা সম্মান প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী সহিদ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কেশব দেববর্মা ও রমেন্দ্র নারায়ণ দেববর্মা, সিপাহীজলা জিলাপরিষদের সভাধিপতি ফখর উদ্দিন আহমেদ ও সহকারী সভাধিপতি কমল রানী শীল প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি জেসমিন সুলতানা।

যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী সহিদ চৌধুরী বলেন, খেলাধূলায় নবীন প্রতিভাকে উৎসাহ দিতে রাজ্য সরকার স্টাইপেন্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। তিনি বলেন, সবাইকে ১২০০ টাকা করে দেওয়া হবে। তিনি ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও মানসিক বিকাশের জন্য খেলাধূলার চর্চা করতে পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ণ দেববর্মা ও কেশব দেববর্মা এবং সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি কমল রাণী শীল। অনুষ্ঠানে জেলার মোট ২৭৯ জন খেলোয়াড়ের প্রত্যেকের হাতে ১২০০ টাকা করে চেক তুলে দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ অধিকর্তা কাবেরী দেববর্মা।

লোক সংস্কৃতি রক্ষা করতে হবে: তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

বিশালগড়, ১০ সেপ্টেম্বর ।। লোক সংস্কৃতি হলো প্রতিটি মানুষ ও জাতি গোষ্ঠির জীবন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। লোক সংস্কৃতি মানুষের মনকে এবং সমাজকে সুস্থ সজীব রাখতে সাহায্য করে। গতকাল বিশালগড় নিউ মার্কেট প্রাঙ্গণে বিশালগড় পুর পরিষদ এবং সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত মনসা মঙ্গল প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন পূর্ণিমা চক্রবর্ত্তী।

তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বলেন, বংশ পরম্পরায় মানুষ বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠি তাঁর নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতি বহন করে আসছে। সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার স্বার্থে এই সংস্কৃতি আমাদের রক্ষা করতে হবে। উদ্বোধক পূর্ণিমা চক্রবর্ত্তী বলেন, বর্তমানে আমাদের সংস্কৃতি বিপন্ন। যে কোন মূল্যে সবাই মিলে এগুলিকে রক্ষা করতে হবে নিজেদের কৃষ্টি সংস্কৃতির পরিচয়ের স্বার্থে। বক্তব্য রাখেন বিশালগড় পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন পার্থপ্রতীম মজুমদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পুর পরিষদের সদস্য বাবুল দেবনাথ, মিলন কান্তি সাহা, ভানুলাল কর প্রমুখ। মনসা মঙ্গল প্রতিযোগিতায় বিশালগড় ব্লক ও পুর এলাকার ১১টি দলের ১২০ জন শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতার শেষে দলগত ভাবে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারিদের এবং শ্রেষ্ঠ ঢোলক বাদক ও করতাল বাদককে পুরস্কৃত করা হয় ।

বিশালগড়ে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

বিশালগড়, ১০ সেপ্টেম্বর ।। বিশালগড় ব্লক সাক্ষরতা সমিতি এবং বিশালগড় পুর এলাকা সাক্ষরতা সমিতির উদ্যোগে সম্প্রতি বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির হলে উদযাপিত হয় আর্ন্তজাতিক সাক্ষরতা দিবস। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশালগড় পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পার্থ প্রতীম মজুমদার। উদ্বোধকের ভাষণে তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের বিশেষ উদ্যোগের ফলেই সাক্ষরতায় ত্রিপুরা আজ প্রথম সারিতে। সাক্ষরতার হারকে ১০০ শতাংশে নিয়ে যেতে সকলে মিলে আরো উদ্যোগী হতে হবে।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দুলন সরকার (হাজারী), বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন পূর্ণিমা চক্রবর্ত্তী, বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান দীপক পাল এবং বিশালগড় মহকুমা শাসক নান্টু রঞ্জন দাস। স্বাগত ভাষণ রাখেন বিশালগড় ব্লকের পঞ্চায়েত আধিকারিক বিকাশ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বিশালগড় ব্লকের ২৮টি, পুর এলাকার ১৫টি শিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়োজিত শিক্ষিকা সহ অন্যান্য প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মোহনপুরে সাক্ষরতা দিবস উদযাপিত

মোহনপুর, ১০ সেপ্টেম্বর ।। মোহনপুরে স্থানীয় সাংস্কৃতিক ভবনে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন করা হয়। মোহনপুর পুর পরিষদের এবং মোহনপুর ব্লক সাক্ষরতা সমিতির যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মোহনপুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সুভাস চন্দ্র দেবনাথ। উদ্বোধকের ভাষণে তিনি এই দিবসটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন, সাক্ষরতা মানে হচ্ছে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন। বর্তমানে ত্রিপুরায় পুরুষদের সঙ্গে সমভাবে মহিলারাও সচেতন হয়ে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে যা দেশে একটি দৃষ্টান্ত। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারপার্সন রাকেশ আচার্য্য, মোহনপুর পুর পরিষদের মনোনীত সদস্য চন্দ্র কুমার দেবনাথ আলোচনা করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহনপুর পুর পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহনপুর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন ঝর্ণা মজুমদার। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি নিরঞ্জন দাস, মোহনপুর পুর পরিষদ এবং মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সদস্যা, মোহনপুর ব্লকের বি ডি ও শুভব্রত ভট্টাচার্য্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে লেফুঙ্গা ব্লক সাক্ষরতা সমিতির উদ্যোগে লেফুঙ্গা ব্লকের শচীন্দ্র দেববর্মা মেমোরিয়াল হলে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে লেফুঙ্গা বি এ সি চেয়ারম্যান এম ডি সি জহর দেববর্মা, লেফুঙ্গা ব্লকের বি ডি ও অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী সাক্ষরতা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে আলোচনা করেন। বামুটিয়া ব্লক সাক্ষরতা সমিতির উদ্যোগে বামুটিয়া কমিউনিটি হলে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক হরিচরণ সরকার। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দিলীপ কুমার দাস, বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান খোকন দেবনাথ, ভাইস চেয়ারম্যান অঞ্জন বিন, মোহনপুর মহকুমা শাসক শুভাশিস দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সাক্ষরতা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে আলোচনা করেন অতিথিগণ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি জবা দে।

আগরতলার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ০৯সেপ্টেম্বর ।। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার আজ সকালে আখাউড়া চেকপোস্ট, আখাউড়া সীমান্তে কালাপানিয়া খাল, কাটাখাল এবং রঞ্জিতনগর এলাকা পরিদর্শন করেন । পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যসচিব সঞ্জীব রঞ্জন, পশ্চিম জেলার জেলা শাসক ড. মিলিন্দ রামটেকে, মহকুমা শাসক সমিত রায়চৌধুরী, পূর্ত দপ্তরের মুখ্যবাস্তুকার এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে আখাউড়া চেকপোস্ট পরিদর্শন করেন । সেখানে বি এস এফ-এর পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে গার্ড-অফ-অনার দেওয়া হয়। সেখানে বি এস এফ-র উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী কথাবার্তা বলে আখাউড়া সীমান্তে কালাপানিয়া খালের শেষ প্রান্তটি পরিদর্শন করেন । মুখ্যমন্ত্রী সেখানে এলাকাবাসীদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং এলাকার বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর নেন । এলাকাবাসীরা মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, এবার অতিবৃষ্টির ফলে কালাপানিয়া খালের জলে আশপাশের ঘরবাড়ী ও চাষের জমির ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী কালাপানিয়া খালটি পাকা, বড় ও গভীরতা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পূর্ত দপ্তরের মুখ্যবাস্তুকারকে নির্দেশ দেন ।

মুখ্যমন্ত্রী এরপর রঞ্জিতনগর স্লুইচ গেট পরিদর্শন করেন । সেখানে এলাকাবাসীরা মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টির ফলে কাটাখালের জলে প্রায় ২৫টি পরিবারের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয় । মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ত দপ্তরের মুখ্যবাস্তুকারকে কাটাখালটিকে পাকা করার জন্য উদ্যোগ নিতে বলেন। আগামী দুই মাসের মধ্যে এস্টিমেট করে টেন্ডার ডেকে কাজটি শুরু করার জন্য পূর্ত দপ্তরকে নির্দেশ দেন । তারপর মুখ্যমন্ত্রী **রঞ্জিতনগর এলাকা পরিদর্শনে যান । সেখানে** এলাকাবাসীরা মুখ্যমন্ত্রীকে এবারের বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন । মুখ্যমন্ত্রী পূর্ত দপ্তরের মুখ্যবাস্তুকারকে নির্দেশ দেন কাটাখালের গভীরতা আরও বাড়ানোর জন্য এবং খালের দুই পাড়ে উঁচু করে কংক্রীটের ওয়াল নির্মাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে । বন্যা হলে কাটাখালের জল থেকে চাষের জমি ও ঘরবাড়ীকে রক্ষা করার জন্য স্থানীয় বিধায়ক ও এলাকাবাসীদের নিয়ে সভা করে পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্যও পূর্ত দপ্তরকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। কাজটি সম্পাদন করতে এলাকাবাসীরা প্রয়োজনীয় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন বলে তারা মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বাস দেন ।

সাংবাদিকদের হতে হবে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ০৮ সেপ্টেম্বর ।। পেশার প্রতি নিষ্ঠা রেখে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ও প্রতিপালন করার ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন । তিনি আজ সন্ধ্যায় ভগৎ সিং যুব আবাসে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশন আয়োজিত তিনদিন ব্যাপী সাংবাদিকদের এক কর্মশালার উদ্বোধন করে বলেন, সামাজিক দিক দিয়ে এই পেশা যথেষ্ট তাৎপর্যমন্ডিত এবং গুরুত্বপূর্ণ । বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তির বিষয়টি এখন যে জায়গায় পৌঁছে গেছে তাতে সংবাদ মাধ্যম দারুণ ভাবে এর সুযোগ নিচ্ছে এবং এর আগের ধ্যানধারণাতেও দ্রুত পরিবর্তন আসছে । এর একদিকে যেমন সুবিধা রয়েছে তেমনি অসুবিধাও রয়েছে । এটাই জীবন । দুটি বিষয়কে পাশাপাশি নিয়েই চলতে হবে । সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একজন সাংবাদিকের প্রথম কাজই হবে সত্য- নিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করা । সত্যকে অনুসরণ করতে এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একজন সাংবাদিক যথাযথ ভূমিকা নেবেন এটাই প্রত্যাশিত । বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে সমাজ এবং মানুষের স্বার্থ । এটা ভুলে ব্যক্তি স্বার্থের কাছে আত্মসমর্পন করলে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা যাবেনা । নীতি - আদর্শের দিকে নজর রেখে সংবাদ পরিবেশন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন দেখা যাচ্ছে চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশন করার জন্য অনেকেই ওঠেপড়ে লেগেছেন । এতে সমাজ জীবনে নানা ধরণের প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিপত্তিও হচ্ছে । এটা বাঞ্চনীয় নয় ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোন ঘটনার অসত্য তথ্য পরিবেশিত হলে এবং এর কোন পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ করা হলে এটাও যথাযথভাবে উপস্থাপন করা উচিৎ । এ ক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকলে মানুষ সঠিক তথ্য জানবেন কী ভাবে ? মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা জানি সাংবাদিকরা মিডিয়া হাউসগুলির বেতনভূক কর্মচারী । সাংবাদিকরা যা শোনেন এবং দেখেন এর উপর ভিত্তি করে যে প্রতিবেদন তৈরী করেন, মিডিয়া হাউসগুলি নিজেদের সুবিধামত তা পেশ করেন । তবে ভুল তথ্য পরিবেশিত হলে এর দায়ভার কিন্তু সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের উপরও বর্তে যায় । সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের উপর যে বিশ্বাস সাধারণ মানুষের তৈরী হয়েছে তা ভাঙ্গতে বাধ্য । তাই যে প্রতিষ্ঠানেই কাজ করুন না কেন সঠিক তথ্য পরিবেশন করার জন্য একজন সাংবাদিককে প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে হবে । এতে হয়ত ওই সাংবাদিকের কাজ হারানোর ভয়ও থাকবে। নিজের মতামত প্রকাশ করার জন্য প্রখ্যাত সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশকে জীবনও দিতে হয়েছে । কিন্তু অন্যায়ের কাছে তিনি মাথা নত করেননি। আদর্শের প্রতি তার নিষ্ঠা তাকে নতুন ভাবে পরিচিতি দিয়েছে । মৃত্যুর পর তিনি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠেছেন । এর থেকে সমস্ত সংবাদ জগতকেই শিক্ষা নিতে হবে ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত কয়েক বছর যাবৎ স্বাধীন মতাদর্শগত অবস্থান, স্বাধীন মতামত প্রকাশ করার অধিকারের উপর একের পর এক আক্রমণ আসছে। গৌরী লঙ্কেশ ছাড়া দাভোলকার, গোবিন্দ পানসারের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও প্রাণ দিতে হয়েছে । তারা যুক্তি দিয়ে মানুষকে বুঝানোর চেষ্টা করেছিলেন । তাদের সবার খুন হবার ধরণও প্রায় একই রকম । কারা এসব ঘটনার সঙ্গে যুক্ত এটা এখন প্রায় পরিস্কার । যারা খুন হয়েছেন তাদের কারোরই ব্যক্তিগত শত্রুতার কোন তথ্য এখন পর্যন্ত ওঠে আসেনি । নীতি -আদর্শের প্রতি লড়াই চালাতে গিয়েই তারা প্রাণ হারিয়েছেন । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সমস্ত ঘটনার প্রতিবাদ করবেন, না চুপ করে থেকে নীরব দর্শকের ভূমিকা নেবেন তা সাংবাদিকদের আগে ঠিক করতে হবে । নতুবা সাংবাদিকদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য কর্মশালার আয়োজন করে কোন লাভ হবেনা । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের সমাজ এখন আড়াআড়িভাবে শোষক এবং শোষিত এই দুই ভাগে বিভক্ত। সেক্ষেত্রে সাংবাদিকদের সাহস দেখাতে হবে । আপনি কার জন্য কাজ করছেন, কেন করছেন তা আপনাকেই আগে ঠিক করতে হবে । সংবাদ তৈরী করা যায়না বলে অভিমত ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন যে সমস্ত সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে এর অনেকগুলিতেই সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি সাংবাদিকের নিজের মতামতও স্থান পাচ্ছে । বিষয়টি বাঞ্চনীয় নয় বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একজন সাংবাদিকের নিজের মতামত প্রকাশ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমেই পৃথক জায়গাও রয়েছে । সেখানেই তিনি নিজের মতামত জানাতে পারেন । চিরাচরিত এই নিয়মনীতি মেনে চলা হলে সমাজের সবাই উপকৃত হবেন ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি দিবাকর দেবনাথ । ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সুনীল দেবনাথ ।

শুরু হয়েছে নীরমহল জল উৎসব

সোনামুড়া, ৮ সেপ্টেম্বর ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং মেলাঘর পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী ঐতিহ্যবাহী নীরমহল জল উৎসব - ২০১৭ আজ থেকে শুরু হয়েছে । মেলাঘরস্থিত রাজঘাটের অস্থায়ী মঞ্চে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ পবিত্র কর । উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, নীরমহল শুধু আমাদের রাজ্যেরই নয়, দেশের গর্ব । জাতীয় পর্যটন মানচিত্রে এর স্থান রয়েছে । এই পর্যটন কেন্দ্রকে ঢেলে সাজাতে জাতীয় বরাদ্দ আরও বাড়ানোর উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। যাতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত সহ বিদেশী পর্যটকদেরও একে আরও আকৃষ্ট করা যায় ।

উৎসবে প্রধান অতিথির ভাষণে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী সহিদ চৌধুরী বলেন, নীরমহল জল উৎসবের মতো রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বৎসর ব্যাপী অনেক উৎসব ও মেলা আয়োজিত হয় । যার মাধ্যমে রাজ্যের সকল অংশের মানুষের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান ও সৌভাতৃত্ববোধ শক্তিশালী হচ্ছে । দেশের বর্তমান পরিস্থিতি উল্লেখ করে মন্ত্রী সহিদ চৌধুরী বলেন, ভারতবর্ষ বহু বর্ণের, বহু ধর্মের বাসভূমি। এটাই ভারতের ঐতিহ্য। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে ধর্মের নামে, বর্ণের নামে মানুষের মধ্যে বিভাজনের চেষ্টা হচ্ছে । দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা আজ চ্যালেঞ্জের মুখে । এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে তিনি সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী, বিধায়ক তপন চন্দ্র দাস, ত্রিপুরা এগ্রি প্রডিউস মার্কেট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান গৌরাঙ্গ ঠাকুরতা, রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সম্পাদক সত্যবান দাস প্রমুখ । সভাপতিত্ব করেন মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সুরেশ দাস । স্বাগত ভাষণ দেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা টি কে চৌধুরী ।

সাক্ষরতার কাজে সকলকে একযোগে কাজ করতে মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান

আগরতলা, ০৮ সেপ্টেম্বর ।। সাক্ষরতার অর্থ হল মানব কল্যাণ । ইউনেস্কো ঘোষণা দিয়েছে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে সারা পৃথিবীকে নিরক্ষরমুক্ত করার । এজন্য আমাদের সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে । মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং প্রেক্ষাগৃহে রাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের উদ্বোধন করে এই কথা বলেন । পশ্চিম জেলা সাক্ষরতা সমিতি এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে । আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের রাজ্য ভিত্তিক অনুষ্ঠানের প্রদীপ জ্বেলে উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, শুধু আগরতলায় নয়, এরূপ অনুষ্ঠান আজ আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা এবং জেলাতেও হচ্ছে । তিনি বলেন, পৃথিবী হল এক পাঠশালা । আমরা সবাই শিক্ষার্থী ও শিক্ষক । তাই লেখাপড়া শেখার ক্ষেত্রে বয়স কোন বাধা নয়। সাক্ষরতা কর্মসূচীর উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে আমাদের রাজ্যে সাক্ষরতার হার ৯৭.২৭ শতাংশ । ২০১১ সালে ছিল ৮৭ শতাংশ । অথচ ভারত সরকারের নীতি অনুসারে ৮০ শতাংশ সাক্ষর হলেই কোন রাজ্যকে পূর্ণ সাক্ষর হিসেবে ঘোষণা দেওয়া যায় । বর্তমানে আমাদের রাজ্যে ১৭০০০ থেকে ১৮০০০ নিরক্ষর ব্যক্তি আছেন, যাদের বয়স মূলতঃ- ৫০,৫৫,৬০ বা এর অধিক । এখন আমরা সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান কিংবা সাক্ষরোত্তর অভিযান কর্মসূচি নয় প্রবহমান শিক্ষা কর্মসূচীকে এগিয়ে নিতে চাই ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেবল পাঠদান নয়, নব সাক্ষরদের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতেও যুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । যাতে তারা আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারেন । তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সারা রাজ্যে এমন ২৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু রয়েছে । প্রায় ১০ হাজার নব সাক্ষর এতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন । অনেকে ঋণ নিয়ে স্ব-উদ্যোগী হচ্ছেন । সরস সহ অন্যান্য মেলায় অংশ নিচ্ছেন । আমরা চাই মহিলাদের আরো শিক্ষিত করে তুলতে, গার্হস্থ্য হিংসা হ্রাস করতে, জাত, ধর্ম, বর্ণ নয়, সাম্প্রদায়িকতা নয়, সকলকে নিয়ে মিলে মিশে বসবাস করতে । আমাদের রাজ্যে স্কুল ছুটের সংখ্যা দিন দিন কমছে । মেয়েদের বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে বাইসাইকেল, বই, খাবার প্রভৃতি । তিনি বলেন, ত্রিপুরায় এখন এক সুন্দর আবহ তৈরী হয়েছে । এটাকে সকলে মিলে কাজে লাগাতে হবে । এটা যদি করা না যায় তবে আজকের যে এই কর্মসূচি তা আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হবে । সম্মানীয় অতিথির ভাষণে আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র সমর চক্রবর্তী বলেন, ১৯৬৫ সালে ইউনেস্কো ৮ সেপ্টেম্বরকে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে । আমাদের রাজ্যে সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সাক্ষরতা ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি এগিয়ে চলেছে । এখন প্রবহমান কর্মসূচিকে এগিয়ে নিতে হবে ।

বিশেষ অতিথির ভাষণে মুখ্যসচিব সঞ্জীব রঞ্জন বলেন, সাক্ষরতার অর্থ হল অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণ । আমাদের রাজ্য সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান, সাক্ষরোত্তর অভিযান, পি আর আই অতিক্রম করে এখন প্রবহমান শিক্ষা কর্মসূচিতে যুক্ত হয়েছে । অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মধ্যশিক্ষা অধিকারের অধিকর্তা উত্তম কুমার চাকমা । নব সাক্ষরদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ভাটি অভয়নগরের হেনা বেগম । স্বাগত ভাষণ রাখেন পশ্চিম জেলার জেলা শাসক ডাঃ মিলিন্দ রামটেকে । অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সরকার হেজামারার স্ট্যান্ডার্ড ফোর উত্তীর্ণ নব সাক্ষর তরুণ দেববর্মার হাতে পুরস্কার তুলে দেন । এছাড়া, অন্যান্য অতিথিগণ গত ২০১৬ সালের চূড়ান্ত মূল্যায়ণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৭ জনকে, স্ট্যান্ডার্ড থ্রী উত্তীর্ণ ৭ জনকে পুরস্কৃত করেন । সভাপতির ভাষণে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দিলীপ কুমার দাস বলেন, দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রয়াস চালালে সাক্ষরতা কর্মসূচিতে আরও সফলতা আসবে । অনুষ্ঠানে শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিব সুশীল কুমার, আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার দেবপ্রিয় বর্ধন, বুনিয়াদী শিক্ষা অধিকারের অধিকর্তা কুন্তল দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ।

জিরানীয়ায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবসের কর্মসূচি

জিরানীয়া, ৭ সেপ্টেম্বর ।। জিরানীয়া গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে আগামী ৮-১৩ সেপ্টেম্বর মহকুমার বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস আয়োজিত হবে। কর্মসূচি অনুযায়ী ৮ সেপ্টেম্বর শিবির হবে জয়নগর ভিলেজের রুস্তম আলী অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, ৯ সেপ্টেম্বর পূর্ব নোয়াগাঁওয়ের বাগবাড়ী, বর্ধমান ঠাকুর পাড়ার ভবানীয়াপাড়া এবং পূর্ব বড়জলার নোয়াবাদী বাজার অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, ১০ সেপ্টেম্বর পূর্ব কেপরাম পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, ১১ সেপ্টেম্বর পূর্ব নোয়াগাঁওয়ের মনিপুরী পাড়া, রাধামোহনপুর ভিলেজের দশরামবাড়ী, উত্তর জয়নগরের কল্যানঠাকুর পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, ১২ সেপ্টেম্বর শচীন্দ্র নগর কলোনীর কালীবাড়ী, পূর্ব বড়জলার শ্যামসুন্দর কলোনী, মাধববাড়ীর গোস্বামী পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, ১৩ সেপ্টেম্বর হরিজয় চৌধুরী ১ নং অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, পূর্ব মোহনপুর এবং মধ্য জয়নগর অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে। জিরানীয়া গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

মানিকপুরে ১৩৬৫ জনকে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান

আমবাসা, ৭ সেপ্টেম্বর ।। মানিকপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে গতমাসে বিভিন্ন গ্রামে ৩৬টি স্বাস্থ্য শিবির এবং সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরগুলিতে ১৩৬৫ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। এর মধ্যে ৪০০ জনের রক্ত পরীক্ষা করা হয়।

স্বাস্থ্য শিবিরে মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য রক্ষায় সময় মত টিকাকরণ, ডায়েরিয়া সহ জলবাহিত রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পানীয় জল ফুটিয়ে খাওয়া, ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে ঘুমানোর সময় মশারী ব্যবহার করা, বাড়ী-ঘর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদির বিষয়ে আলোচনা করেন সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসকগণ।

পাট্টা প্রাপক ২৭টি পরিবারকে সহায়তা

কুমারঘাট, ৭ সেপ্টেম্বর ।। উপজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে কুমারঘাট ব্লকের দক্ষিণ ঊনকোটি এডিসি ভিলেজের ২৭টি পাট্টা প্রাপক পরিবারকে ৩২০টি করে সুপারীর চারা দেওয়া হয়। চারা রোপণ সহ রক্ষণাবেক্ষণে মোট ব্যয় হয়েছে ৪ লক্ষ ৯৬ হাজার ৭৪৫ টাকা। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কুমারঘাট বিভাগ থেকে এতথ্য জানানো হয়েছে।